দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 02 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

# ঘাটাইলে ১৮ বছরেও এমপিওভুক্ত হয়নি পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

■ ঘাটাইল (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

ঘাটাইল উপজেলার পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ ১৮ বছরেও এমপিওভুক্ত হয়নি। এতে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অর্ধশতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী মানবেতর জীবন-যাপন করছেন।

এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা প্রায় দেড় যুগ ধরে পাবলিক পরীক্ষায় নিয়মিত অংশ নিয়ে ভালো ফলাফল করে আসছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিওভুক্ত না হওয়ায় শিক্ষক-কর্মচারীরা সকল প্রকার সরকারি সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। ঘাটাইল পৌরসভার এমএ সাত্তার খান মডেল উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এখন পর্যন্ত এমপিওভুক্ত হয়নি। বিদ্যালয়টি নিম্ন মাধ্যমিক হিসেবে ২০০১ সালে একাডেমিক স্বীকৃতি এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে পাঠদানের স্বীকৃতি পায় ২০০৯ সালে।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. হায়াত মাহমুদ জানান, বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্তি না হওয়ায় অনেক শিক্ষক চলে যাচ্ছেন।

এদিকে ঘাটাইল উপজেলা সদর হতে ৪০ কি.মি দূরে দুর্গম পাহাড়িয়া এলাকার সিদ্দিকখালী নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়টি ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আশপাশে কোনো বিদ্যালয় না থাকায় এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিন্দ্র চন্দ্র দাস জানান, ২০০৫ সালে নিম্ন মাধ্যমিক হিসেবে একাডেমিক স্বীকৃতি পায়। অথচ আজও এমপিওভুক্ত হয়নি। ফলে ১০জন শিক্ষক-কর্মচারী পরিবার-পরিজন নিয়ে অতিকষ্টে দিন কাটাচ্ছেন।

হাট কয়ড়া পাবলিক একাডেমিটি নদী বেষ্টিত চর এলাকায় ১৯৯৮ সালে অবস্থিত। প্রায় এক একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়টি। ২০০৯ সালে পাঠদানের একাডেমিক স্বীকৃতি পায়। একই করুণ অবস্থায় রয়েছে জামুরিয়া পাবলিক হাই স্কুল এবং যোগীহাটি খন্দকার নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীরা।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার একেএম শামছুল হক জানান, এলাকার শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিওভুক্তি জরুরি বলে আমি মনে করি।